21/09/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বৃহস্পতিবারের দিন আসে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ এবং সোনার কলম থাকে, তারা লিখে, কে বৃহস্পতিবার দিন ও জুমার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৮)

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখো দুরূদ ও সালাম, ইচ পে হে নায মুঝ কো হোঁ তেরা গোলাম।
আপনি রহমত চে তু শাহে খাইরুল আনাম, মুঝ চে আ'ছি কা ভি নায রবদার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নামের হৃদয়বিদারক অবস্থা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ) কে বললেন: হে কা'আব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! আমাকে ভীতি প্রদর্শণকারী কিছু কথা শুনান! হযরত সায়্যিদুনা কাআব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আদেশ পালন করতে গিয়ে বলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি কিয়ামতের দিন সত্তর জন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমল নিয়েও আসেন, তবুও হাশরের দিনের অবস্থা দেখে এ সবকিছু আপনার দৃষ্টিতে সামান্য বলেই মনে হবে। এ কথা শুনে আমীরুল মু'মিনীন কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে নিলেন অতঃপর যখন (ভাবাবেগ) কমে এলো তখন বললেন: হে কা'আব! আরো কিছু বলুন। আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি জাহান্নাম থেকে ষাঁড়ের নাকের ছিদ্র পরিমাণ অংশ পূর্ব দিকে খুলে দেয়া হয়, তবে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষের মগজ সেই উত্তাপে বিগলিত হয়ে বয়ে যাবে। এ কথা শুনে আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (ভাবাবেগের কারণে) কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে নিলেন। হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরো বললেন: যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একই ময়দানে সমবেত করবেন, অতঃপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে সারি (লাইন) বানিয়ে

www.dawateislami.net

দিবেন। এরপর **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: হে জিব্রাঈল! জাহান্নামকে নিয়ে এসো। তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام জাহান্নামকে এমনভাবে নিয়ে আসবেন যে, সেটির সত্তর (৭০) হাজার লাগামকে ধরে টানা হচ্ছে, অতঃপর জাহান্নাম যখন সৃষ্টিকুল হতে একশত বছরের দূরত্বে আসবে, তখন এমন বিকট আওয়াজে গর্জে উঠবে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকবে, অতঃপর দ্বিতীয় বার যখন গর্জে উঠবে, তখন সকল নৈকট্যশীল ফিরিশতা ও নবী-রাসুল হাঁটুতে ভর করে পড়ে যাবেন, অতঃপর যখন তৃতীয় বার গর্জন করবে, তখন মানুষের কলিজা কণ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে এবং জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে, এমনকি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করবেন: হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার খলীল (বন্ধু) হওয়ার সদকায় কেবল নিজের জন্য ফরিয়াদ করছি। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করবেন: হে **আল্লাহ্**! আমি আমার মুনাজাতের সদকায় কেবল নিজের জন্যই ফরিয়াদ করছি। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করবেন: হে **আল্লাহ্**! তুমি আমাকে যে মর্যাদা দান করেছো, সেটার সদকায় আমি কেবল আমার নিজের জন্য তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি।

(আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

জ্বালা দেয় না নারে জাহান্নাম করম হো, পায়ে বাদশাহে উমাম ইয়া ইলাহী!
মুঝে নারে দোযখ সে ডর লাগ রাহা হে, হো মুঝ না'তোয়ানোঁ পর করম ইয়া ইলাহী!
তু আত্তার কো বে'সবব বখ্শ মাওলা, করম কর করম কর করম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০, ১১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামকে আনা হবে তখন তা কিরূপ প্রাণ গলানো দৃশ্য হবে? একটু ভাবুন তো! এখন সূর্য চার হাজার (৪০০০) বছরের দূরত্বে রয়েছে এবং এই দিকে তার পিঠ রয়েছে, এখন সূর্য আমাদের থেকে চার হাজার বছর রাস্তার দূরত্বে রয়েছে এবং দুনিয়াতে সূর্য তার পিঠ দিয়েই বর্তমানে তাপ বিকিরণ করছে, কিয়ামতের দিন সূর্য মাত্র সোয়া মাইল উপরে থাকবে এবং তার মুখ এদিকেই থাকবে, মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে এবং এতো প্রচুর পরিমাণে ঘাম নির্গত হবে যা সত্তর গজ

www.dawateislami.net

মাটি চুষে নিবে অতঃপর মাটির শোষন ক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট ঘাম মাটির উপরে জমতে থাকবে। কারো গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো বুক পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত আর কাফিরদের তো মুখ পর্যন্ত সে ঘাম পৌঁছে তাদের লাগামের মতো পেঁচিয়ে নিবে এবং তারা সেখানে হাবুডুবু খেতে থাকবে। এ গরমের তীব্রতায় পিপাসার যে অবস্থা হবে তা বর্ণনার বাইরে, মানুষের জিহ্বা সেদিন শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যাবে, কারো জিহ্বা মুখের বাইরে চলে আসবে, কারো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে, মোট কথা! প্রত্যেককেই নিজ নিজ গুনাহ্ অনুযায়ী কষ্ট ক্লেশে নিপতিত করা হবে। এরূপ সংকটাপন্ন মূহুর্তে কেউ কারো খোজ খবর নেয়ার মতো থাকবেনা, ভাই ভাই থেকে পলায়ন করবে, পিতামাতা সন্তান-সন্ততিদের থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, স্ত্রী পুত্র সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে তৎপর থাকবে, প্রত্যেকেই সেদিন নিজ নিজ দুঃখ দুর্দশায় বন্দী থাকবে, কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না। (গীবত কি তাবাকারিয়্যাঁ, ১৫৭ পৃষ্ঠা) এসব বিপদাপদ কি কম যে, এই সংকটপূর্ণ সময়ে জাহান্নামকেও আনা হবে, এর প্রচন্ড অগ্নিশিখার কারনে সৃষ্টির অন্তর কেঁপে উঠবে, মোটকথা হাশরের ময়দানের কঠোরতা এমন হবে যে, বড় বড় নেক আমলও সেখানে নগন্য মনে হবে, বড় বড় বুদ্ধিমানদের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে, এমনকি আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যাঁরা নিঃসন্দেহে ক্ষমাপ্রাপ্ত, তাঁরাও নফসী নফসী বলে প্রার্থনা করবেন, ভাবুন তো! সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের কি অবস্থা হবে?

আজ আমরা আপাদমস্তক গুনাহে ডুবে আছি, রাত দিন উদাসীনতায় অতিবাহিত হচ্ছে, চিরস্থায়ী জীবনকে ভূলে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী জীবনের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছি, সম্পদ উপার্জনের ধ্যানে আমরা এতোই মগ্ন যে, আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ভূলে বসেছি, আমরা না মৃত্যুর কঠোরতাকে তোয়াক্কা করছি, না করছি অন্ধকার গর্ত কবরের ভয়, একটু ভাবুন! আমরা হাশরের কঠোরতা কিভাবে সহ্য করবো? তাই আমাদের জন্য উত্তম হলো এতেই যে, নিজের মাঝে **খোদাভীতি** সৃষ্টি করা, নিজের আখিরাতের চিন্তা করা, অধিকহারে নেক আমল করা, গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করা। মনে রাখবেন! শয়তান আমাদের শত্রু, সেই অভিশপ্ত কখনোই চাইবে না যে, আমরা গুনাহে ভরা পথ ছেড়ে

www.dawateislami.net

নেকী পথে পরিচালিত হই, তাই সে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা পরামর্শ স্বরূপ আমাদের মানসিকতায় প্রবেশ করানোর চেষ্টা করবে, যেমন; দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়, ধীরে ধীরে নিজের সংশোধন করে নিন। হঠাৎ করেই মাওলানা হয়ে যেও না, সাথেসাথেই সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করা ঠিক নয়, ব্যস! ধীরে ধীরে চেষ্টা অব্যাহত রাখো! এখনো তো পুরো জীবন পড়ে আছে, এখন তোমার বয়সই আর কতো, এখনো তো বিয়েও করোনি, বিয়ের পরে দাঁড়ি রেখে দিও বরং হজ্বে চলে যেও এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দাঁড়ি রেখেই এসো, যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন পাগড়ী পড়ে নিও ইত্যাদি।

হুব্বে দুনিয়া মে দিল ফাঁস গেয়া হে, নফসে বদকার হাভি হুয়া হে।
হায় শয়তাঁ ভি পীছে পড়া হে, ইয়া খোদা তুঝ চে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! এসব শয়তানি চিন্তা খুবই বিপদজনক। ধীরে ধীরে সংশোধনের মানসিকতা বানিয়ে রাখাতে ক্ষতিই ক্ষতি। এতে যেমন গুনাহ বৃদ্ধি পেতে পারে, তেমনি এই বিষয়ে কোন গ্যারান্টিও নেই যে, আমাদের তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে কি না? কেননা মৃত্যু শুধু বৃদ্ধ, ক্যান্সার বা হৃদ রোগীদেই আসে, এমনটি নয়। প্রতিনিয়ত জানি না কত যে, সুঠাম দেহের যুবক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যাচ্ছে। মৃত্যু আসার পূর্বেই এবং আমাদের নিশ্বাসের মালা ছিড়ে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই দ্রুত নিজের প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে নত হয়ে যাওয়া উচিৎ, গুনাহ থেকে সত্যিকার এবং দৃঢ়ভাবে তাওবা করে নেয়া উচিৎ আর নেকীর পথে পরিচালিত হয়ে যাওয়া উচিৎ।

বড়ি কৌশিশেঁ কি গুনাহ ছোড়নে কি রাহে আহ! নাকাম হাম ইয়া ইলাহী
মুঝে সাচ্ছি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয় পায়ে তাজেদারে হারাম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযে কান্নাকাটি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা একটি কাহিনী এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুলে হাশরের ময়দানের অবস্থার পাশাপাশি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **খোদাভীতি**ও লক্ষ্য করলাম। তিনি আশারায়ে মুবাশ্শারা (আশারায়ে মুবাশ্শারা অর্থাৎ সেই ১০ জন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان, যাঁদেরকে **মালিকে জান্নাত ও কাওসার, শাফিয়ে মাহশার, হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদেরই জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন) এর অর্ন্তভূক্ত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফয়েযপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, পরিপূর্ণ ইলম ও আমলের আধার এবং যুগের আমীরুল মু'মিনীন অর্থাৎ মুসলমানদের খলিফা হওয়ার পরও তিনি **খোদাভীতি**র কারণে অধিকাংশ সময় কান্নাকাটি করতেন, নামাযে **খোদাভীতি** সম্পর্কীত আয়াত শুনলে, অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেতো। যেমনটি-

তাঁরই শাহজাদা রাসূলের সাহাবী, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পিছনে নামায আদায় করছিলাম, তখন আমি তিন কাতার পেছন থেকে তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনছিলাম। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওমর বিন আল খাত্তাব, ১/৮৮। ফয়যানে ফারুকে আযম, ২/৫৩)**

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন সায়িব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কোন কারণে ইশার নামাযে দেরী হয়েগিয়েছিলো, তখন আমি আমি ইশার নামাযের ইমামতি করালাম, তিনি পরে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং নামাযে অংশগ্রহণ করেন। আমি সূরা যারিয়াতের তিলাওয়াত করলাম এবং যখন আমি এই আয়াতে মোবারাকায় পৌঁছাই:

وَفِی السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿۲۲﴾

(পারা: ২৬, সূরা: যারিয়াত, আয়াত: ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আসমানের মধ্যে তোমাদের জীবিকা রয়েছে এবং (তা-ও) যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

তখন সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে লাগলেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়ীল, বাবু ফাযয়ীলে সাহাবা, ফাযায়ীলুল ফারুক, ৬ষ্ট অংশ, ১২/২৫৭, হাদীস নং-৩৫৭৮৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ফারুকে আযমের চরিত্রের প্রকাশ্য নমুনা হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে নামায তার আসল স্বাদ সহকারে আদায় করাতেই হচ্ছে ইবাদতের মিরাজ এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বিনয় ও নম্রতা সহকরে নামায আদায় করতেন, নামাযে **খোদাভীতিতে** কান্না করতেন এবং ইবাদতে সত্যিকারের স্বাদ গ্রহণ করতেন, কিন্তু আফসোস! যেহেতু আমাদের অবস্থা এর পুরোপুরি বিপরীত, আমাদের তো বিনয় ও নম্রতার (খুশু ও খুযুর) অর্থই জানা নেই যে, বিনয় ও নম্রতা কাকে বলে, নামাযের ফরয ও ওয়াজিব, নামাযের সুন্নাত এবং এর মুস্তাহাব সম্পর্কে আমরা সম্ভবত ভালোভাবে জানিই না, মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তায়ালার** হকের মধ্যে নামায খুবই গুরুত্ব বহন করে, যার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করা যায় যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "اَوَّلُ مَایُحَاسَبُ بِہِ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ صَلَا تُہ" অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তাই আমাদের উচিৎ যে, নামাযকে নিজের সকল দুনিয়াবী কাজের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং নামাযের সময় হতেই সকল কাজ কর্ম ছেড়ে নামাযের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া আর খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত জামাআত সহকারে নামায আদায় করা, কেননা সঠিক ভাবে নামায আদায় করাতে যেমনিভাবে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত অর্জিত হয়, তেমনিভাবে এর একটি উত্তম পরকালিন উপকারীতা এটাও যে, কাল কিয়ামতের দিন এই নামাযই আমাদের মুক্তি ও ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যাবে। যেমনটি-

বিনয় ও নম্রতার (খুশু ও খুযুর) সহিত নামায আদায়কারীর ক্ষমা হয়ে গেলো

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে এর জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করবে এবং তা সময় মতো আদায় করবে আর এর রুকু ও সিজদা নম্রতার সহিত পূর্ণ করে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়াময় দায়িত্ব হলো, তাকে ক্ষমা করে দেয়া এবং যে তা আদায় করে না, তবে **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট তার জন্য কিছুই নেই, চাইলে ক্ষমা করবেন এবং চাইলে আযাব দেবেন। **(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২৫)**

www.dawateislami.net

আহ! আমরাও যদি ফারুকে আযমের চরিত্রের উপর আমলকারী হয়ে যেতাম, আহ! তাঁর ইবাদতের প্রেরণার সদকায় আমাদেরও যদি বিনয় ও নম্রতা (খুশু ও খুযু) সহকারে ইবাদতকারী হয়ে যেতাম, আহ! তাঁর **খোদাভীতি** এবং তাকওয়ার সদকায় আমরাও যদি **খোদাভীতিতে** ক্রন্দনকারী হয়ে যেতাম।

اُمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তেরে খওফ চে তেরে ডর চে হামেশা, মে থর থর রাহোঁ কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

“ফয়যানে ফারুকে আযম” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় নবীর আশিক, ন্যায়পরায়নতার আধার, হযরত সায়িদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চরিত্র এবং তাঁর **খোদাভীতি** সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **“ফয়যানে ফারুকে আযম”** কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। এই কিতাবে ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চরিত্রের বিভিন্ন সুন্দর দিক, যেমন তাঁর শৈশবকাল, যৌবনকাল, ইসলাম গ্রহণ এবং পরবর্তী খিলাফত, তাঁর গুণাবলী, হিজরত ও বিভিন্ন যুদ্ধ, প্রাণ উৎসর্গ এবং ওয়াফাদারীর ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী আর তাঁর অন্যান্য আলোকিত দিক সমূহ খুবই মনোমুগ্ধকর ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন, নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যদেরকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউটও (Print Out) করতে পারবেন।

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **খোদাভীতি** সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনাবলী শুনে তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুলসমূহ আপনার মনের মণিকোটায় সাজাতে থাকুন। আসুন! এর পূর্বে তাঁর পরিচিতি শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

♣ তাঁর কুনিয়্যাত অর্থাৎ উপনাম হচ্ছে **"আবুল হাফস"** এবং উপাধী হচ্ছে **"ফারুকে আযম"**। ♣ এক বর্ণনানুসারে তিনি ৩৯ জন পুরুষের পর **রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে নবুয়তের ঘোষণার ষষ্ঠ বছরে ঈমান আনয়ন করেন, এই জন্যই তাঁকে মুতাম্মিমুল আরবাঈন অর্থাৎ **"৪০ এর সংখ্যা পূর্ণকারী"** বলা হয়। ♣ তাঁর ইসলাম গ্রহণ করাতে লোকেরা অনেক খুশি হয়েছিলো এবং তাঁদের অনেক বড় আশ্রয়স্থল অর্জিত হয়েছিলো, এমনকি **হুযুর রহমতে আলম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে পবিত্র হারামে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। ♣ তিনি ইসলামের যুদ্ধগুলোতে বীরত্বের সাথে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন এবং সকল প্রিয় লোকের মাঝে **শাহে খাইরুল আনাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজির ও উপদেষ্টা হিসেবে বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। ♣ প্রথম খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর পরবর্তীতে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে খলিফা নির্বাচিত করেন। ♣ তিনি খলিফার আসনে সমাসীন হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তরাধীকারীর সমস্ত দায়িত্ব খুবই সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন। ♣ তিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া কবুলিয়্যতের প্রতিফল ছিলেন। ♣ তাঁর অন্তর **আল্লাহ্ তায়ালার** নূরে আলোকিত ছিলো, **শময়ে রিসালত, মাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে নূর পাওয়ার পর তিনি স্বয়ং হেদায়তের নূরের এমন ঝর্ণাধারা হয়ে গেলেন বরং যারাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে চললো, তারাও নিজের দুনিয়া ও আখিরাত আলোকিত করে নিলেন। ♣ তিনি অর্ন্তদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তার অনন্য প্রদীপ ছিলেন, ভবিষ্যতের গোপন ঘটনাবলী পূর্বেই অবগত হয়ে যেতেন, সত্য এবং মিথ্যার পরিচয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। ♣ তাঁর সাহস ও বীরত্ব, বিনয় ও সরলতা, সাহসিকতা ও পুরুষত্ব, অনুপ্রেরণা ও দৃঢ়তা, সততা ও আস্থা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা এবং ধৈর্য্যের উদাহরণ আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ♣ তাঁর মোবারক সত্বায়ও মানবিক চাহিদা বিদ্যমান ছিলো, কিন্তু তাঁর শান ও মহত্ব এমন ছিলো যে, কখনো ক্ষুধার আধিক্যে কোন অপছন্দনীয় কাজ প্রকাশ পেতো না, নফসের চাহিদার অনুসরনও করতেন না, না কখনো রাগের বশে মধ্যম পন্থা অতিক্রম করতেন এবং না কখনো খুশিতে খোদার স্মরন থেকে উদাসিন হতেন। ♣ তিনি তাঁর এক একটি অভ্যাসকে সুন্নাতের

www.dawateislami.net

চাঁচে সাজিয়ে রেখেছিলেন, মোটকথা! তিনি কথাবার্তা ও আচার আচরণে সত্যিকার অর্থে বিজেতা ছিলেন। অবশেষে ফযরের নামাযে এক হতভাগা তাঁর উপর খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে এবং তিনি আঘাত সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিন শাহাদতের মর্যাদায় ধন্য হন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স শরীফ ৬৩ বছর ছিলো। ♣ হযরত সায়্যিদুনা সুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং নবুয়তের ফয়েয দ্বারা ধন্য প্রিয় নবীর খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রওযায়ে মোবারাকার ভিতর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পাশেই সমাহিত হন, যিনি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাহু মোবারকে আরাম করছেন।

(আর রিয়াযুন নাদারা ফি মানাকিবিল আশরা, ১ম খন্ড, ২৮৫, ৪০৮, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

শাহাদাত এ্যয় খোদা আত্তার কো দেয় দেয় মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াসেতা ফারুকে আযম কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফারুকে আযমের খোদাভীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এরূপ অসংখ্য গুণাবলীর পাশাপাশি **খোদাভীতি**, তাকওয়া ও পরহেযগারিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর উপদেশ মূলক কথাবার্তা **খোদাভীতি**তে পরিপূর্ণ হতো। অনেক সময় তাঁর **খোদাভীতি**র এরূপ প্রাধান্য বিস্তার করতো যে, কবর ও হাশরের হিসাব নিকাশের ভয়ে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করতো: "আহ! আমি যদি আমার পরিবারের দুম্বা হতাম, যাকে তারা ভালভাবে খাওয়াতো এমনকি আমি নাদুশ-নুদুশ হয়ে যেতাম। অতঃপর তাঁদের প্রিয় বন্ধুরা মেহমান হয়ে আসলে, তারা আমাকে তাদের জন্য জবেহ করে দিতো, আমার কিছু মাংস ভুনতো, কিছু ছোট ছোট টুকরো করে খাওয়া হতো, আহ! আমি যদি মানুষ না হতাম।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাফু ফিল খওফে মিনাল্লাহি তায়ালা, ১/৪৮৫, হাদীস নং-৭৮৭। ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/১৫২)

একবার তিনি জমিন থেকে একটি মাটির ঢিলা নিলেন এবং বললেন: "আহ! আমি যদি মাটির ঢিলা হতাম, আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো, আহ! আমি যদি কিছুই না হতাম, আহ! আমি যদি কোন ভুলে যাওয়া বস্তু হতাম।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শেয়বা, কিতাবুয যুহদ, , ৮/১৫২, হাদীস নং-৩৯। ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/১৫৩)

www.dawateislami.net

কাশ কে না দুনিয়া মে পয়দা মে হুয়া হুতা, কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গিয়া হোতা।
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খওফ খায়ে জাতা হে, কাশ কে মেরে মাঁ নে হি নেহী জানা হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **খোদাভীতি**র কারণে **রব আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করে বিনয় বশতঃ দুম্বা ও মাটির ঢিলা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কেননা মাটি এবং পশুদের মন্দ মৃত্যুর ভয় নেই, তাদের অন্তিম মুহূর্তের কঠোরতা, কবর ও হাশর এবং জাহান্নামের শাস্তির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ভাবুন যে, যেখানে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার পরও **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি বেপরোয়া নয়, তবে আমাদের **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি কেমন ভয় এবং ঈমানের নিরাপত্তার জন্য কিরূপ চিন্তা করা উচিৎ।

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যার (জীবিতাবস্থায়) ঈমান হারা হওয়ার (ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার) ভয় থাকবে না, অন্তিম মুহূর্তে তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই তো **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে তাঁর ভয়ে ভীত থাকার এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদাররা! **আল্লাহ্**কে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: এ থেকে জানা গেলো যে, ইসলামের উপর মৃত্যুবরনই মূল্যায়ন করা হবে, যদি সারা জীবন মু'মিন ছিলো, মৃত্যুর সময় কাফির হয়ে গেলো তবে তা আসলে কাফিরের মতোই, **আল্লাহ্ তায়ালা** উত্তম মৃত্যু নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয়ে ক্রন্দনকারী, তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত, ঈমান হিফাযতের ব্যাপারে ব্যাকুল ছিলেন, নিঃসন্দেহে ঈমানের সত্যিকার অর্থে মূল্যায়নকারী ছিলেন, তাঁদের **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم" অর্থাৎ প্রত্যেক আমল (কাজ) তার (শেষ) পরিনতির উপর নির্ভরশীল। (বুখারী, কিতাবুল কদর, বাবুল আমল বিল খাওয়াতিম, ৪/২৭৪, হাদীস: ৬৬০৭) এর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিলো, তাইতো তাঁদের রাত দিন শুধু এই ভাবনায় অতিবাহিত হতো যে, আমাদের ঈমান যেন আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া না হয়, ঈমান নিরাপদ থাকলেই তো আখিরাতে আরাম ও আয়েশের মাধ্যম হবে এবং ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হলে তো আমলও নষ্ট হয়ে যাবে আর দু'জাহানে অপমান ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হবে, সুতরাং আমাদের উচিৎ, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোকায় লিপ্ত হওয়া এবং নিজের মূল্যবান সময় অযথা বরং না-জায়িয কাজে নষ্ট করার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নেক বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ঈমানের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট থাকা, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকুন এবং নিজের জাহির ও বাতিনকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন, প্রতিটি আমল **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য করুন এবং সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করতে থাকুন, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার পরও **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি খুবই ভয় করতেন।

গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভয়

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন, কিন্তু এরপরও তিনি ফিতনা ও মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশ্বস্ত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা খুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে জিজ্ঞাসা করেন: হে খুযাইফা! মুনাফিকদের মধ্যে কি আমার নামও রয়েছে? তখন হযরত সায়্যিদুনা খুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! **আল্লাহ্**র শপথ! আপনি তাদের মধ্যে নন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এরূপ সন্দেহ হলো যে, আমার নফস আমার অবস্থাকে সন্দিহান তো করে দেয়নি এবং আমার দোষ ত্রুটি আমার থেকে গোপন তো করে রাখেনি আর এই ভয় এতোই

www.dawateislami.net

বেশি ছিলো যে, তিনি **রাসুলে কায়েনাত, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে অর্জিত জান্নাতের সুসংবাদকে কয়েকটি এমন শর্ত সাপেক্ষে মনে করতেন, যা তাঁর মাঝে ছিলোনা, তাই তিনি নিজেকে এই সুসংবাদে পরিতৃপ্ত করলেন না। **খোদাভীতি**র কারণে তাঁর অবস্থা এরূপ ছিলো যে, অনেক সময় ছোট ছোট শিশুদের হাত ধরে নিয়ে আসতেন এবং বলতেন: اُدْعُ لِيْ فَاِنَّكَ لَمْ تُذْنِبْ بَعْدُ অর্থাৎ আমার জন্য দোয়া করো, কেননা তোমরা এখনো পর্যন্ত গুনাহ করোনি। (ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/১৬৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর অবস্থা আমাদের জন্য ভাবনার বিষয়! আমাদের এরূপ যে, রাত দিন উদাসিনতায় কাটছে, **খোদাভীতি** এবং তাকওয়া ও পরহেযগারী থেকে অনেক দূরে, কোন নেক আমল নেই, গুনাহের ভারি বোঝাই রয়েছে কিন্তু আমাদের নিজের পরিনতির প্রতি কোন দৃষ্টি নেই। অথচ একজন মুসলমানের সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের আখিরাতই হওয়া উচিৎ। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে নিজের আখিরাতের চিন্তা করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া মুস্তফা! গুনাহোঁ কি আদতেঁ নিকালো, জযবা মুঝে আতা হো সুন্নাত কি পে'রভী কা।
ঈমাঁ পে রাক্বে রহমত দেয় দেয় তু ইস্তিকামত, দেয়তা হোঁ ওয়াসেতা মে তুঝ কো তেরে নবী কা।
কুছ নেকীয়া কামালে জলদ আখিরাত বানালে, কোয়ী নেহী ভরোসা এ্যয় ভাই! জীন্দেগি কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৭৭, ১৭৮ পৃষ্ঠ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযমের খোদাভীতি সম্পর্কিত সাহাবাদের বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যখন বান্দার মাঝে **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয় সৃষ্টি হয়, তখন তার দিন রাতের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়, তার রাত দিন ইবাদতে অতিবাহিত হতে থাকে। সে এই অস্থায়ী দুনিয়াবী জীবনের প্রতি ভরসা করার পরিবর্তে স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয়। খোদাভীতি সম্পন্ন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য, **খোদাভীতি**তে অশ্রুবিসর্জন, সর্বদা তাকওয়া ও পরহেযগারীতার পাশাপাশি পুরো জীবন কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে অতিবাহিত করে দেয়, তখনই তার সহচর্যপ্রাপ্ত এবং নৈকট্যশীল লোকদের

www.dawateislami.net

মাঝে পরিবর্তন অনুভূত হয়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সম্পর্কেও অনেক সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সম্মিলিত অভিমত হচ্ছে যে, তিনি খুবই মুত্তাকী, **খোদাভীতি** সম্পন্ন এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীন মানুষ ছিলেন। আসুন তাঁর সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কিছু বাণী শ্রবণ করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاَوَّلِنَا اِسْلَاماً وَلَا اَقْدَمِنَا هِجْرَةً وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا وَاَرْغَبَنَا فِي الْاٰخِرَةِ" অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ না তো আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছেন এবং না তো আমাদের পূর্বে হিজরত করেছেন, কিন্তু তিনি আমাদের চেয়ে বেশি দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং আখিরাতের প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। **(আসাদুল গা'বা, ৪র্থ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)**

২. হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "وَاللّٰهِ مَا كَانَ عُمَرُ بِاَقْدَمِنَا هِجْرَةً وَقَدْ عَرَفْتُ بِاَيِّ شَيْءٍ فَضَّلَنَا كَانَ اَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا" অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদের পূর্বে হিজরত করেনি, কিন্তু আমি এই বিষয়টি জেনেছি যে, তিনি কেন আমাদের উপর ফযীলত ও প্রাধান্য পেয়েছেন? এবং তা হলো এই যে, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী ও খোদাভীরু ছিলেন।

(আসাদুল গা'বা, ৪র্থ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত সায়্যিদুনা জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "كَانَ اَكْثَرُ كَلَامِ عُمَرَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ" অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মুখে অধিকাংশ সময় اَللّٰهُ اَكْبَر জারি থাকতো।

৪. হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজ ওযীফা পাঠ করার সময় কখনো কখনো এতোই কাঁদতেন যে, বেহুশ হয়ে মাটিতে (পড়ে যেতেন) তাশরীফ নিয়ে আসতেন, এক দু'দিন পর্যন্ত তাঁর ঘর থেকেও বের হতে পরতেন না এবং লোকেরা তার সেবা শুশ্রূষার জন্য আসতেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৫৬)

www.dawateislami.net

ভটক সাকতা নেহী হার গিজ কাভী ওহ সীধে রাস্তে চে,
করম জিস বখতওয়ার পর হো গিয়া ফারুকে আযম কা।
খোদা কে ফযল সে মে হোঁ গদা ফারুকে আযম কা,
খোদা উন কা মুহাম্মদ মুস্তফা ফারুকে আযম কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২৬, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি "মাদানী ইনআমাতের উপর আমল"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খোদাভীতি এবং তাকওয়ার উচ্চ গুণাবলীর মাদানী সুবাসে সুবাসিত হয়ে আমাদেরও মাদানী মানসিকতা তৈরী হয়েছে যে, আমাকেও খোদাভীরুতায় অভ্যস্ত হতে হবে, আমাকেও মুত্তাকী হতে হবে, অতঃপর আমাদের এমন লোকের সহচর্য অর্জন করতে হবে, যার সহচর্যে আমরাও খোদাভীরু এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারি, এজন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশই উত্তম সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে। আপনিও এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে **খোদাভীতি** এবং ইশ্‌কে মুস্তফার দৌলত অর্জিত হবে। ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী হলো, নিজের আমলের পরিসংখ্যান করে মাদানী ইনআমাতের প্রতি আমল করা, প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালার খালি ঘর পূরণ করা (অর্থাৎ ফিক্‌রে মদীনা করা) এবং মাদানী মাস শেষ হতেই মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমাও করে দেয়া। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শুধু নিজেরা আখিরাতের ভাবনায় নিজের আমলের পরিসংখ্যান করতেন না, বরং অন্যান্যদেরও এর মানসিকতা দিতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আলী কাত্তানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: প্রকাশ্যভাবে তো তুমি দুনিয়ায় থাকো, কিন্তু অন্তরকে আখিরাতে (এর প্রস্তুতিতে) ব্যস্ত রাখো। (তাবকাতিস সুফিয়া লিস সালমী, আত তাবকাতুর রা'বেয়া, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা তৈরী, নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত মাদানী ইনআমাত প্রশ্নোত্তর

www.dawateislami.net

আকারে প্রদান করেছেন, সুতরাং আমাদেরও প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরন করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস করে নেয়া উচিৎ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকা উচিৎ, এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে। আসুন! ইসলামী ভাইদের ৭২ মাদানী ইনআমাতের মধ্য হতে মাদানী ইনআম নম্বর ২২ **"ইনফিরাদি কৌশিশ"** এর মাদানী ইনআমের বরকতে বরকতময় একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করুন।

মধুর ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: আমি গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আমার জীবনের **"অমূল্য রত্ন"** গুলো উদাসীনতায় পর্যবসিত করছিলাম, গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে গল্প-গুযবে ব্যস্ত থাকা আমার অভ্যাস ছিলো। ১৮ই রমযানুল মুরক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইংরেজীতে স্বভাবতই আমরা বন্ধুরা একত্রে বসে হাসি ঠাট্টায় লিপ্ত ছিলাম, এমনি সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকানে রাসূল আমাদের নিকট আসলো, তিনি আমাদের সালাম দিলেন এবং বসে গেলেন আর আমাদের খুবই ভাল ভাল মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করলেন, আমি তার মধুর ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কথাবার্তার ফাঁকে আখিরাতে ভাবনা ও উম্মতের সংশোধনের বিষয়েও খুবই মনমুগ্ধকর আলোচনা করলেন। পরবর্তী রাতে আমরা আবারো সেই জায়গায় বসে সেই ইসলামী ভাইয়ের অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের আশানুযায়ী তিনি উপস্থিত হলেন এবং আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় যাওয়ার দাওয়াত পেশ করলেন, আমি তার সাথে ফয়যানে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। সেখানকার মনমুগ্ধকর মাদানী পরিবেশ আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো আর এভাবেই সেই আশিকে রাসূলের **"ইনফিরাদি কৌশিশ"** এর বরকতে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নসীব হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে মানুষদেরকে নেক আমলের দিকে প্রভাবিত করে, তেমনি ১০৩টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনে মতিনের খেদমতে সদা ব্যস্ত রয়েছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ মাদানী মুন্নাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালক) এবং মুন্নিদের জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালিকা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাতে তাজবীদ ও কিরাত সহকারে কোরআনে করীম হিফয ও নাযারা পড়ানো হয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নিদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি বিশেষ করে তাদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রতিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়, ইসলামী বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি শেখানো হয়, সুন্নাত ও আদব শেখানো হয়, মাতাপিতার আদব ও সম্মান শেখানো হয়, ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের আদব করা শেখানো হয়, নিয়মিত নামায এবং সুন্নাতের অনুসারী বানানো চেষ্টা করা হয়, মিথ্যা বলা থেকে বাঁচার মানসিকতা দেয়া হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা থেকে কোরআনের হিফয করার সৌভাগ্য অর্জনকারী হাজারো সৌভাগ্যবান হাফিয প্রতি বছর দেশ বিদেশে তারাবির নামাযে কোরআনে করীম শুনা এবং শুনানোর মহান সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, এই মুহুর্তেও অসংখ্য হাফিয যারা মাদ্‌রাসাতুল মদীনা থেকে হাফিয হয়েছে তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে নিজের দ্বীনি খেদমত পেশ করছে, কেউ বা ইমামতির জায়নামাযে, কেউ বা শিক্ষকতার উচ্চ পদে সমাসীন হয়ে কোরআনের শিক্ষাকে দুনিয়া জুড়ে প্রসার করে যাচ্ছে।

কোরআনে করীম পড়া, পড়ানো এবং শুনা, শুনানো সবই সাওয়াবের কাজ। এর একটি অক্ষর পড়াতে ১০টি নেকী অর্জিত হয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কোরআনে পাক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হেদায়তের উৎস, এর উপর আমল করা দু'জাহানের সফলতার কারণ, কিন্তু মনে রাখবেন! আমল করার জন্য তা সঠিকভাবে পড়া, শেখা এবং বুঝা আবশ্যক, কিন্তু আফসোস! আমাদের অধিকাংশই কোরআনে করীম পড়া, শেখা, বুঝা এবং এর উপর আমল করা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ এর

www.dawateislami.net

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫০২৭, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

কোরআনে করীম কিরূপ শেখা আবশ্যক সে সম্পর্কে সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: এতটুকু তাজবীদ (শিখো) যেন প্রতিটি হরফ অপর হরফ থেকে পার্থক্য করা যায়, এটা ফরযে আইন। তা না শিখে নামায পড়া নিশ্চিতভাবে রহিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩য় খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা) আমাদের নিজেদেরও বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পাঠ করা জানা উচিৎ, নিজের মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদেরও তাজবীদ ও কিরাত সহকারে কোরআনে করীমের শিক্ষা দেয়া, চারিত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেককার বানানো এবং নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানানোর জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন।

আতা হো শওক মাওলা মাদরাসে মে আ'নে জা'নে কা,
খোদায়া যওক দেয় কোরআন পড়নে কা পড়ানে কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খোদাভীতি কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **খোদাভীতি** অনেক বড় নেয়ামত, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান দৌলত অর্জিত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ থেকে পালিয়ে থাকা এবং নেকীর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যখন এই মহান দৌলত নসীব হয়ে যায় তখন তো নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচা অনেক সহজ হয়ে যায়। মু'মিন বান্দার অন্তরে সৃষ্ট **খোদাভীতি**র প্রদীপ তাকে গুনাহের অন্ধকার পথ থেকে বাচিঁয়ে নেক আমলে সরল পথে পরিচালিত রাখে। এই মহান নেয়ামতটি কি? **খোদাভীতি** কাকে বলে? আসুন! এ সম্পর্কে শ্রবণ করি, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব **"কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এর ২৬ পৃষ্ঠায় বলেন: **"খোদাভীতি"** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন

www.dawateislami.net

ব্যবস্থাপনা, **তাঁর** অমুখাপেক্ষীতা, **তাঁর** অসন্তুষ্টি, **তাঁর** পাকড়াও, **তাঁর** পক্ষ থেকে দেয়া আযাব, **তাঁর** গযব এবং এর শেষ পরিনতিতে ঈমান নষ্ট হওয়া ইত্যাদির প্রতি ভীত থাকার নামই হচ্ছে **"খোদাভীতি"**। কোরআনে করীমে **আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন** মু'মিনদেরকে কয়েকটি স্থানেই এই পবিত্র গুণকে অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন, যেমনটি ৫ম পারার সূরা নিসার **১৩১** নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয়ই আমি তাকীদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকেও; যেন (তোমরা) **আল্লাহ্**কে ভয় করতে থাকো।

এমনিভাবে ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৭০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ﴿۷۰﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ্**কে ভয় করো এবং সরল কথা বলো।

৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের **১৭৫** নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমাকে ভয় করো যদি ঈমান রাখো।

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই আয়াতে করীমা উদ্ধৃত করার পর উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলেন: আহ! এই পবিত্র আয়াতের সদকায় উদাসীনতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যেতো এবং রহমতের আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি আমাদের সর্বোতভাবে **খোদাভীতি** নসীব হয়ে যেতো, অস্থায়ী দুনিয়ার বিষয়ে ভালভাবে উপলব্ধি হয়ে যেতো, **আহ! আহ! আহ!** মন্দ মৃত্যুর ভয় মনের মাঝে ঘর করে নিতো, আপন পরওয়ারদিগারের অসন্তুষ্টির গুরুত্ব সর্বদা লেগে থাকতো, অন্তিম মুহূর্তের কঠোরতা, মৃত্যুর তিক্ততা, নিজের মৃত্যুর গোসল ও কাফন পড়ানো আর দাফনের অবস্থাসমূহ, কবরের অন্ধকার এবং ভয়াবহতা, মুনকার নকীরের প্রশ্নাবলী, কবরের আযাব, হাশরের গরম এবং আতঙ্কগ্রস্থতা, পুলসিরাতের ভীতিসমূহ, **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে উপস্থাপন, কিয়ামতের ময়দানে ছোট ছোট

www.dawateislami.net

কথারও জিজ্ঞাসাবাদ এবং সবার সামনে দোষ উম্মোচনের অপমান, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর চিৎকার, দোযখের ভয়াবহ শাস্তি এবং নিজের গর্বের বিপরীতে শরীরিক দূর্বলতা, জান্নাতের মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকা ইত্যাদির ভয় যেন আমাদের ব্যাকুল করে রাখে এবং **আহ!** এই ভয় আমাদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের মাধ্যম হয়ে যেতো, যেমনটি ৯ম পারার সূরা আ'রাফের ১৫৪ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِیْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

(পারা: ৯, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হেদায়ত ও রহমত রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

খোদায়া বুরে খা'তিমে চে বাঁচালে, গুনাহগার হে জাঁ বালাব ইয়া ইলাহী!
নযর মে মুহাম্মদ কে জলওয়ে বচে হোঁ, চলোঁ ইস জাহাঁ চে মে জব ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমা ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে মোবারাকায়ও **খোদাভীতি** প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, আসুন! **খোদাভীতির** ফযীলত সম্পর্কে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবন করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে মু'মিনের চোখ থেকে **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে অশ্রু বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার সমান হোক, অতঃপর সেই অশ্রু চেহারার প্রকাশ্য অংশ পর্যন্ত পৌঁছে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খওফে মিনাল্লাহে তায়ালা, ১/৪৯০, হাদীস: ৮০২)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যখন মু'মিনের অন্তর **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে কেঁপে উঠে, তখন তার গুনাহ সমূহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনিভাবে শুকনো গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খওফে মিনাল্লাহে তায়ালা, ১/৪৯১, হাদীস নং-৮০৩)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **খোদাভীতিতে** কান্না করে, সে কখনো জাহান্নামে যাবে না, এমনকি দুধ স্তনে ফিরে আসে। (সুনানে তিরমিযী, ৩/২৩৬, হাদীস নং-১৬৩৯)

মেরে আশক বেহতে রাহে কাশ হারদম, তেরে খওফ চে ইয়া খোদা! ইয়া ইলাহী!
তেরে খওফ চে তেরে ডর চে হামেশ, মে থর থর রাহোঁ কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, নিজের মাঝে তাকওয়া ও পরহেযগারীর ন্যায় পবিত্র গুণাবলী সৃষ্টি করা এবং সর্বদা **খোদাভীতি**তে অশ্রু বিসর্জন দেয়া আর **আল্লাহ্ তায়ালা**র যিকিরে ব্যস্ত থাকা, **আল্লাহ্**র আযাব, হাশরের ময়দান এবং জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে আয়াতে করীমা শ্রবণ করে সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতো। যেমনিভাবে-

সূরা বারাআত তো শুনাও!

বর্ণিত রয়েছে; হযরত ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই সব লোকের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যারা সুন্দর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করতো, একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে বললেন: হে ইবনে আমের! আজ আমাকে সূরা বারাআত শুনাও! তিনি তা তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনেক বেশি কাঁদলেন। অতঃপর বললেন: আমার মনে হচ্ছে যে, এই সূরা এখনই অবতীর্ণ হয়েছে।

(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুর রিকাতু ওয়াল বাকা, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৬)

এক মাস পর্যন্ত সেবা-শুশ্রূষা

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কোন এক ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে গেলেন, সেই ব্যক্তি তখন সূরা তুরের তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে তার তিলাওয়াত শুনতে লাগলেন, যখন সেই ব্যক্তি এই আয়াতে করীমায় এসে পৌঁছলো:

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ

(পারা: ২৭, সূরা: আত তুর, আয়াত: ৭,৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমার **রবে**র শাস্তি অবশ্যম্ভাবী; সেটা কেউ দূরীভূতকারী নেই।

তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর গাধা হতে নিচে নেমে এসে দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত এই আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন, এরপর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন আর একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। লোকেরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য আসতেন কিন্তু কারো জানা ছিলো না যে, তাঁর অসুস্থতার কারণ কি।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও প্রতিদিন অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা উচিৎ এবং ফারুকী চরিত্রের উপর আমল করে আয়াতে মোবারাকায় আযাবের আলোচনা পড়ে কান্না করার চেষ্টা করা উচিৎ আর কান্না না আসলে তবে কান্নার মতো ভাব করা উচিৎ, কিন্তু মনে রাখবেন! কবর ও হাশর এবং হিসাব ও মিযান ইত্যাদির অবস্থা শুনে বা পড়ে শুধুমাত্র কয়েকবার আহ আহ করে নেয়া.. বা... নিজের মাথা এদিক সেদিক নড়াছড়া করে নেয়া... বা...কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলাতেই যথেষ্ট নয়, বরং এর পাশাপাশি **খোদাভীতি**র আমলি চাহিদাও পূরণ করে গুনাহকে বর্জন করে দেয়া এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্যে ব্যস্ত হয়ে যাওয়াও পরকালিন মুক্তির জন্য অতিশয় আবশ্যক। আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের আমলের পরিসংখ্যান করা এবং চিন্তা করা যে, এই পর্যন্ত আমি নিজের জীবনে কতগুলো নিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছি, এই নশ্বর দুনিয়ায় নিজের জীবনের কতদিন অতিবাহিত করেছি, বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল হতে নিজের বয়সের কতটি ধাপ অতিক্রম করে নিয়েছি? এবং এই সময়ে কতবার আমি সেই মহান নেয়ামতকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেছি? কখনো কি আমাদের শরীর **আল্লাহ্ তায়ালা** ভয়ে কেঁপে উঠেছে? কখনো কি আমদের চোখ থেকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয়ের কারণে অশ্রু বের হয়েছে? কখনো কি গুনাহের জন্য বাড়ানো আমাদের প্রদক্ষেপ এর পরিনতিতে পাওয়া আযাবের কথা ভেবে ফিরে এসেছে? কখনো কি আমরা **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর পক্ষ থেকে হওয়া আটকের ভয়ে জীবনের কোন রাতের কোন মুহূর্ত ভয়ে কেটেছে? কখনো কি **রব তায়ালা**র অসন্তুষ্টির কথা ভেবে আমাদের গুনাহের প্রতি ভয় অনুভুত হয়েছে? কখনো কি আপন **রব (আল্লাহ্) তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের অন্তরের মাঝে উথাল-পাতাল ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে? যদি এসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে ভাবুন তো যে, যদি আমরা এই অবস্থাকে অনুভবও করেছি তবে কি **খোদাভীতি**র আমলি চাহিদার উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি নাকি শুধুমাত্র সেই অবস্থার প্রভাব অন্তরে অনুভব করাতেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছি যে, আমরা তো **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভীতি পোষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত!

www.dawateislami.net

যদি এই প্রশ্নাবলীর উত্তর না বোধক হয় তবে ভাবা উচিৎ যে, এমন তো নয় যে, গুনাহের আধিক্যের পরিনতিতে আমাদের অন্তর কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে গেছে, যার কারণে আমরা এই অবস্থাকে এখনো পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারিনি। যদি আসলেই এমন হয় তবে তো উদ্ধেগের বিষয় যে, আমাদের অন্তরের কঠোরতা এবং এর পরিনতিতে সৃষ্টি হওয়া উদাসীনতা না আমাদেরকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয়। (مَعَاذَاللہ عَزَّوَجَلَّ)

মন্দ ও ভাল সহচর্যের প্রভাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের! নিজের অন্তরে **আল্লাহ্ তায়ালার** সত্যিকার ভয় সৃষ্টি করার জন্য উত্তম সহচর্যে থাকা খুবই প্রয়োজন, কেননা উত্তম সহচর্য মানুষকে নেকীর পথে পরিচালিত রাখে, আর মন্দ সহচর্য দিনদিন গুনাহের জলাভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়। আফসোস! আজকাল আমরা খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ থেকে ফিরে আসি না, নিজের মূল্যবান মুহুর্তটুকু বন্ধুদের সাথে অযথা কথাবার্তায়, হাসি তামাশায় এবং হৈ-হুল্লোড়ে কাটিয়ে দিই। মনে রাখবেন! খারাপ বন্ধু ঈমানের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপরই (প্রতিষ্ঠিত) থাকে, তার এটা দেখা উচিৎ যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। **(মুসনাদে আহমদ, ৩/১৬৮, হাদীস নং-৮০৩৪)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কারো সাথে বন্ধুত্ব করার পূর্বে তাকে যাচাই করে নাও যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত কি না। ছুফিগণরা বলেন: মানুষের স্বভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার বৈশিষ্ট রয়েছে। লোভীর সহচর্য থেকে লোভ, ধর্মনিষ্টের সহচর্য থেকে ধর্মনিষ্টতাই গৃহিত হবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৯৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে এটাই কারণ যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ স্বয়ং **খোদাভীতি** সম্পন্ন ছিলেন, তাই তাঁর সহচর্যের বরকত থেকে ফয়য প্রাপ্তরাও **খোদাভীতি** অবলম্বনকারী হয়ে যেতো।

www.dawateislami.net

যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখারামা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "كُنَّا نَلْزَمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْوَرَعَ" অর্থাৎ আমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে থাকতাম, যেন তাকওয়া ও পরহেযগারীতা শিখি। (তাবকাতে কুবরা, ৩য় খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা) এবং তিনি যেরূপ নিজে মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন, তেমনি অপরকেও তাকওয়া ও পরহেযগারীর উপদেশ দিতেন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন জা'আদা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা চামির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পাশ দিয়ে গেলে তিনি সালাম করলেন এবং বললেন: "وَالَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللهُ وَاُوْصِیْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ" অর্থাৎ সেই রবের শপথ! যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই! **আল্লাহ্ তায়ালা** ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি তোমাকে **আল্লাহ্ তায়ালা**কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৩৭)

তিনি বলতেন: "كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ" অর্থাৎ মু'মিনের সম্মান হচ্ছে তার তাকওয়া ও পরহেযগারীতা। (জামেউল উসুল, ১১/৬৫৪) তাঁর এই বাণীর ইঙ্গিত কোরআনে পাকের **আল্লাহ্ তায়ালা**র মহান এই ইরশাদের দিকেই {اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ} (পারা: ২৬, হুজরাত, আয়াত: ১৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "নিশ্চয় **আল্লাহ্**র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।"

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মোবারক চরিত্র অনুযায়ী চলে, তাঁর ইবাদত, তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এবং **খোদাভীতি**তে অশ্রুবিসর্জনের ন্যায় পবিত্র গুণাবলী অবলম্বন করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর **খোদাভীতি** সম্পর্কে শুনলাম যে, তিনি খুবই খোদাভীরু ছিলেন এবং **খোদাভীতি**র কারণেই তিনি ♣ দুনিয়ার প্রতি উদাসীন থাকতেন। ♣ অধিকাংশ সময় **আল্লাহ্ তায়ালা**র যিকির

www.dawateislami.net

করতে থাকতেন। ♣ তিনি প্রকৃত ইবাদত গুযার ছিলেন। ♣ তাঁর সারা জীবন ইবাদত ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ ছিলো। ♣ তাঁর চোখ অধিকাংশ সময় **খোদাভীতিতে** সিক্ত থাকতো। ♣ **খোদাভীরু**তার এই অবস্থা ছিলো যে, তিনি এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ না করারই আকাঙ্ক্ষা করতেন। ♣ অন্যদেরও তাকওয়া এবং পরহেযগারীর শিক্ষা দিতেন। ♣ অন্যের নিকট **খোদাভীরু**তা সম্পন্ন কথা শুনতেন। ♣ এমন পর্যায়ের মুত্তাকী ছিলেন যে, তাঁর সহচর্যে অবলম্বনকারীও **খোদাভীরু** হয়ে যেতেন। ♣ শিশুদের দ্বারা নিজের জন্য দোয়া করাতেন, **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বদা ভীত থাকতেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বাবরী চুল রাখার সুন্নাত ও আদব

আসুন! মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত "**সুন্নাত ও আদব**" রিসালা থেকে বাবরী চুল রাখার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে করীমা হচ্ছে যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সর্বদা নিজের মাথা মোবারকে চুল মোবারক পরিপূর্ণভাবে রাখতেন, কখনো অর্ধ কান মোবারক পর্যন্ত, কখনো কান মোবারকের লতি পর্যন্ত এবং অনেক সময় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুল মোবারক এতই বেড়ে যেতো যে, কাঁধ মোবারককে স্পর্শ করতো। কখনো অর্ধ

কান পর্যন্ত চুল রাখুন, কেননা হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, **মদীনার তাজেদার, সকল নবীদের সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক অর্ধ কান পর্যন্ত ছিলো। (জামেয়ে তিরমিযী, হাদীস নং-২৪, ৫০৭ পৃষ্ঠা) কখনো সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত চুল রাখুন, কেননা হযরত সায়্যিদুনা বারাআ বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, **সুলতানে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মধ্যম আকৃতির ছিলেন, উভয় কাঁধের মাঝে দূরত্ব ছিলো এবং তাঁর চুল মোবারক পবিত্র কানদ্বয়কে চুমু দিতো। (শামায়িলে তিরমিযী, হাদীস নং-৩, ১৭ পৃষ্ঠা) কখনো কখনো উভয় কাঁধ পর্যন্ত চুল বৃদ্ধি করুন, কেননা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: **আমার আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মাথায় যে চুল থাকতো, তা কান মোবারকের লতির সামান্য নিচে পর্যন্ত হতো এবং কাঁধ মোবারককে চুমু খেতো। (শামায়িলে তিরমিযী, হাদীস নং-২৫, ৩৫ পৃষ্ঠা) মাথার মধ্যখানে সিথীঁ কাটুন, কেননা এটা সুন্নাত, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **বাহারে শরীয়াতে** লিখেন: অনেকে ডানে বা বামে সিথীঁ কাটে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। সুন্নাত হলো, যদি মাথায় চুল থাকে তবে মাঝখানে সিথীঁ কাটা এবং অনেকে সিথিঁ কাটে না বরং চুলকে সোজা করে রাখে, এটাও ইহুদিদের পদ্ধতি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো,　লুটনে রহমতেঁ কাফেলে চলো।
হুগী হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো,　পাও গে বরকতেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net